ইসলামি ক্যালিগ্রাফির বিকাশধারা

ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান

Academia Publishing House Ltd

ইসলামি ক্যালিগ্রাফির বিকাশধারা

ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান

গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক

প্রকাশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা- ১২০৫

পরিবেশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (তৃতীয় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

মূল্য
টাকা ৬৫০.০০, US$ 10

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দিন

আইএসবিএন
978-984-35-7421-3

Islami Calligraphir Bikashdhara by Dr. Mohammad Arifur Rahman, Published by Academia Publishing House Limited, 253 / 254, Concord Emporium Shopping Complex, Katabon, Elephant Road, Dhaka-1205, Phone: +88 01400403954, 01400403958, E-mail: aplbooks2017@gmail.com, Published Year: February 2025, Price 650.00 US$ 10.

দু'আ ও শুভ কামনা

رَبَّنَا آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيْ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা করো।" *(আল কুরআন, সূরা বাকারা : ২০১)*

আদরের সন্তান ***তাহসীন, তানভীর ও তাহমীদের*** উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি। মহান আল্লাহর কাছে তাদের সর্বাঙ্গিন কল্যাণ প্রার্থনা করি।

মুখবন্ধ

সৃষ্টিগতভাবে শিল্পকলা ও সংস্কৃতির প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ রয়েছে। মানুষের সে আকর্ষণকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালনা করাই ইসলামি শিল্পকলা ও সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষ্য। এ জন্য ইসলামি জীবন দর্শনে শিল্পকলা ও মানবিক সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিল্প-সাহিত্যে ও সুকোমার মনোবৃত্তি পরিচর্যায় রয়েছে ইসলামের বিরাট ঐতিহ্য। ইসলামি ক্যালিগ্রাফি সে ঐতিহ্যের একটি অন্যতম নিদর্শন। মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে সত্যনির্ভর ও অর্থবহ সংস্কৃতিচর্চার যে নির্দেশনা দিয়েছেন, ইসলামি ক্যালিগ্রাফি তারই একটি সুন্দর উদাহরণ। সৌন্দর্যচর্চা ও শৌখিনতার প্রতীক হিসেবে ক্যালিগ্রাফির কদর বিশ্বময় স্বীকৃত। অনিন্দ্য সুন্দর এ ক্যালিগ্রাফি কালপরিক্রমায় সমৃদ্ধির পথ বেয়ে মর্যাদার উচ্চ আসনে সমাসীন। ক্যালিগ্রাফি ইসলামি শিল্পকলার অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। এ মাধ্যম ছাড়া ইসলামি শিল্পকলার কথা কল্পনাই করা যায় না। মধ্যযুগে কুরআনের বাণী দিয়ে ইসলামি ক্যালিগ্রাফি শুরু হলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন যুগে মসজিদগাত্রে, মিনারে, মিহরাবে ও গম্বুজের গায়ে এর সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে পারস্য অঞ্চলে মৃৎপাত্রসমূহে এক ধরনের উন্নত শৈলীযুক্ত ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখা যায়। এভাবে ইসলামি ক্যালিগ্রাফির পরিধি ও বিষয়বস্তু বিস্তৃতি লাভ করে। আরবি বা সমগোত্রীয় ভাষার বর্ণমালায় তৈরিকৃত এ শিল্পকলার বিষয়বস্তু হিসেবে আল কুরআনের বাণী, হাদিসের বাণী, আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ, ইসলামের পবিত্র কালিমা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেরিত দরূদ, তাঁর নাম ও উপাধিসমূহ, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দোয়া ও জিকির, জ্ঞানীদের মূল্যবান বাণী, প্রাচীন প্রবাদ ও মেসাল, ইসলামি কবিদের কবিতার চরণ ও অন্যান্য কল্যাণময় বিষয়াবলিকে ভিত্তি করে ইসলামি ক্যালিগ্রাফি তৈরি হয়। আধুনিককালে প্রযুক্তির কল্যাণে এ শিল্পের আরো ব্যাপক

উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। অপরদিকে বৈশ্বিক সংস্কৃতির প্রবল তরঙ্গাঘাতে ইসলামি সংস্কৃতি ও শিল্পকলার নানা ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। বিশেষ করে মুসলিম শিশু-কিশোর ও যুব সমাজের একটি বড় অংশ ইসলামি শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অনবহিতো। অপরদিকে সমকালীন যুগে বিশেষ কিছু মহল থেকে ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে অসহিষ্ণুরূপে তুলে ধরা হচ্ছে, যা ইসলাম সম্পর্কে নবপ্রজন্মের কাছে ভুল বার্তা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মানুষকে শান্তি ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে। ইসলামের আগমনই হয়েছে মানুষকে জাহেলিয়্যাতের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও অভিশপ্ত জীবনাচার থেকে মুক্ত করে সত্য-সুন্দর ও কল্যাণের পথে পরিচালনা করার জন্য। সুতরাং ইসলামি শিক্ষা ও জীবনদর্শন বিশ্বমানবতার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক বড় নেয়ামত। ইসলামি শিল্পকলা ইসলামি জীবন দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ইসলামি ক্যালিগ্রাফি ইসলামি শিল্পকলারই একটি বিশেষ শাখা, যা মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানবিক মূল্যবোধ ও সুস্থ সংস্কৃতির ধারা অব্যাহতো রাখার প্রয়াস হিসেবে এ বইটি রচনা ও সংকলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শখ থেকে সংগ্রহ এবং সংগ্রহ হতে গবেষণা, গবেষণা থেকে বইয়ের আত্মপ্রকাশ, এটাই হচ্ছে এ বইয়ের পেছনের ইতিহাস। গ্রন্থের শুরুতে ইসলামি শিল্পকলা ও ইসলামি ক্যালিগ্রাফির ওপর নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হয়েছে। গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বেশ কিছু সংগৃহীত ক্যালিগ্রাফিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি ক্যালিগ্রাফির নিচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও শিল্পীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষে শিল্পী পরিচিতি যোগ করা হয়েছে– যা এ গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে দেশীয় পাঠকগণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। গ্রন্থটি একাডেমিক পর্যায়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে, ফাইন আর্টস ও চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ফলদায়ক হবে। এছাড়াও শৌখিন, রুচিশীল ও সৌন্দর্য পিপাসু মানুষের শিল্প-পিপাসা মেটাতেও গ্রন্থটি বিশেষ অবদান রাখবে। শিশু-কিশোর ও তরুণ সমাজ তাদের সৃজনশীল মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে ও রুচিশীল শিল্প চর্চায় এ বইটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আশা করা যায়, গ্রন্থটির মাধ্যমে নব প্রজন্মের সাংস্কৃতিক মানসে মানবিক চেতনার বিকাশ ঘটবে এবং ইসলামের সাংস্কৃতিক দিক সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা লাভ করবে। একই সাঙ্গে গ্রন্থটি তাদেরকে রুচিশীল এবং উন্নত মানবিকতাসম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। সুস্থ ও মানবিক সংস্কৃতির জয় হোক। মানবিক সমাজ গড়ে উঠুক– এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূচি

প্রথম অধ্যায়
শিল্পকলার ইসলামি দৃষ্টিকোণ ■ ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
আরবি লিপির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ■ ২০

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামি ক্যালিগ্রাফির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ■ ২৯

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামি ক্যালিগ্রাফির বিকাশধারা ■ ৩৬

পঞ্চম অধ্যায়
ইসলামি ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন শৈলী ■ ৭৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
পাক-ভারত উপমহাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা ■ ৯৯

সপ্তম অধ্যায়
বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা ■ ১১১

অষ্টম অধ্যায়
বাংলাদেশের কয়েকজন খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফার ■ ১২৬

নবম অধ্যায়
ইসলামি ক্যালিগ্রাফির সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ■ ১৫৪

দশম অধ্যায়
কুরআন ভিত্তিক ক্যালিগ্রাফির শিক্ষা ও সৌন্দর্য ■ ১৬১

একাদশ অধ্যায়
হাদিস ভিত্তিক ক্যালিগ্রাফির শিক্ষা ও সৌন্দর্য ■ ২১০

দ্বাদশ অধ্যায়
ইসলামি বিবিধ ক্যালিগ্রাফি ■ ২৩০

পরিশিষ্ট-১: ক্যালিগ্রাফার পরিচিতি ■ ২৭২

পরিশিষ্ট-২: ক্যালিগ্রাফি সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয় ■ ২৮৬

গ্রন্থপঞ্জি ■ ২৯০